সাহাচিত্রপীঠের

শেষ থেকে সুরু

একটি অসাধারণ ছবি

চলমান জীবনের জীবন্ত নাটক !

শেষ থেকে সুরু

সাহা চিত্রপীঠের
বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা

প্রধান সম্পাদক :
অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : চিত্রসাথী ॥
সংগীত : **অনিল বাগচী**
ও
নচিকেতা ঘোষ

কাহিনী : **সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ চিত্রনাট্য : **বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ গীত রচনা : **গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্ত** ॥ কণ্ঠসংগীতে : **কিশোরকুমার, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত** ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : **রামানন্দ সেনগুপ্ত** ॥ সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইয়াণী ॥ চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত ॥ শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বি, এন, শর্মা (বোম্বাই) ॥ শিল্প নির্দেশনা : বটু সেন ॥ রূপসজ্জা : মুন্সীরাম শর্মা ॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : নৃত্যরাজ **হীরালাল** ॥ তত্ত্বধান : **দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **অজিত দত্ত** ॥ ব্যবস্থাপনা : নন্দদুলাল দাস ॥ আবহ সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থির-চিত্র : ফটো আর্টস্ ॥ সাজসজ্জাকর : শের আলি ও সরযুলাল ; আলোকসম্পাতে : মনোরঞ্জন দত্ত, হেমন্ত দাস, অনিল সরকার, সুখরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কন : এস, স্কোয়ার, এ, কে, কনসার্ন, নিও ডিসপ্লে, গণেশ দাস, বি, টি, এজেন্সি ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ : ভয়েস অব্ ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : কান্তি মুখোপাধ্যায়, দীপেন ভট্টাচার্য ॥ সংগীত পরিচালনায় : অলক দে ॥ চিত্রগ্রহণে : মৃন্ময় রায় ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ॥ শিল্পনির্দেশনায় : অনিল পাইন ॥ শব্দপুনঃর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ ব্যবস্থাপনায় : অনিল দে, খোকন দাস ও ত্রৈলক্য দাস ॥

রূপায়ণে : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সবিতাব্রত দত্ত ॥ সমীর মজুমদার ॥ বিদ্যা রাও ॥ নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ॥ মণি শ্রীমানী ॥ লতিকা দাশগুপ্তা ॥ সমর কুমার ॥ স্বপন কুমার ॥ তপতী বর্মণ ॥ পূর্ণিমা রায় ॥ শঙ্কর ঘোষাল ॥ মাঃ ঘুচন ॥ মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় ॥ আশা দেবী ॥ রবীন দাস ॥ গিরিশ চক্রবর্তী ॥ মিহির দাশগুপ্ত ॥ মনু মুখোপাধ্যায় ॥ বীরেন কুণ্ডু ॥ হরিপদ রায়চৌধুরী ॥ দীপক বসু ॥ সুজিত দাস ॥ মধুসূদন সাঁতরা (সিং) ॥ অনিল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ সন্তোষ দে ॥ নিমাই মোদক ॥ বরুণ চক্রবর্তী ॥ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ হরিসাধন রায় ॥ বিমল বসু ॥ হরিসাধন সরকার ॥ হরিসাধন রায় ॥ শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইংগিত গোষ্ঠীর অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, অরুণ রায়চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার রায়চৌধুরী (টাকী), গোপাল গুপ্ত (কলিকাতা)।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী প্রাঃ লিঃ-তে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : সাহা স্ক্রীনিং ৬২, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

কাহিনী

এ এক বিচিত্র জগৎ। এ জগতে ইচ্ছে করে কেউ আসে না, অথচ শেষ পর্য্যন্ত সবাইকেই আসতে হয়। ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, ও শিশুতে কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এখানে এক। এই জগৎটির নাম—শ্মশান।

আমাদের কাহিনীর সুরু এবং শেষ কলকাতার কাছেই শহরতলীর এমনি এক শ্মশানে।

কত বিচিত্র লোকের আনাগোনা এখানে। সবাই নিয়ে আসে তার প্রিয়-জনের নশ্বর দেহটাকে অগ্নিশুদ্ধ করে পরলোকের গাড়িতে টিকিট কেটে দেবার জন্যে। এর মধ্যে থাকে পিতামাতার বুকফাটা কান্না, প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস, আর অসহায় শিশুর আর্ত-বিলাপ।

কিন্তু এই জগতের যারা বাসিন্দা তাদের কাছে শোকার্ত হৃদয়ের চোখের জলের কোনো দাম নেই। কার নাতি মারা গেল—বৃদ্ধ দাদু তার সৎকার করতে এল, কার প্রণয়িণী বিষ খেলো কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, কার স্ত্রী মারা গেল দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগে ভুগে তার একমাত্র শিশুপুত্রকে রেখে, আকণ্ঠ সুরাপান করে সেই ব্যথা ভুলবার জন্যে সে ব্যর্থ চেষ্টা করল আবার কার বৃদ্ধা পিতামহীর শবযাত্রার সময় দুঃখের বদলে আনন্দের উচ্ছ্বাসটাই উৎকটভাবে

প্রকাশ পেলো—এসব দিকে এরা নির্বিকার, এতে কোন ছাপ পড়ে না এদের মনের পর্দায়। তারা তাদের পাওনা গণ্ডা পেলেই খুশি, নিজের নিজের ব্যবসা নিয়েই তারা দিন কাটায়। এদের মধ্যে আছে নানান ধরনের দোকান—আর সেই দোকান এবং দোকানের মানুষদের সঙ্গে শবযাত্রীদের যোগাযোগ করতেই হয় তারা হল চায়ের দোকান আর ফটো তোলার দোকান।

এইসব মানুষদের নিয়েই আমাদের নাটক। ফটোর দোকানের মালিক নীলমণি আর তার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভোলা। চায়ের দোকানের ছেলে কেতো, শ্মশান ঘাটের পুরুতঠাকুর দীননাথ এবং তার প্রাণচঞ্চলা মেয়ে রাণী—আর আছে এক আপনভোলা সন্ন্যাসী—মানুষের উপকার করাই যার নেশা এবং পেশা—আর আছে এক পাগলা সাহেব যে তার উকিল সাহেবকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড'। এরা ছাড়াও আছে বিচিত্র ধরণের শবযাত্রীর দল। এইসব চরিত্রগুলি ছবিটির প্রতিটি মুহূর্তে সঞ্চার করছে হাসি ও অশ্রু, হিংসা ও দ্বেষ, বেদনা ও বিচ্ছেদ, উৎকণ্ঠা ও উচ্ছ্বাস এবং প্রেম ও প্রতিহিংসা।

এরা সবাই আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ আর তাদেরই জীবন কথা তুলে ধরা হয়েছে রূপালী পর্দার মাধ্যমে। এদের সুখ দুঃখের অংশ নিতে আপনাকে আসতেই হবে এই ছবি দেখতে—একবার নয় আবার—বার বার।

সংগীত

(১)

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

কণ্ঠ : মান্না দে সুর : নচিকেতা ঘোষ।

সুরু থেকে শেষ আবার শেষ থেকে সুরু হয়
এ জগতে কিছুই ওগো সুরুও নয় শেষ-ও নয়।
ভোলা মন রে
সুরু থেকে শেষ আবার শেষ থেকে সুরু হয়।
যখন আঁতুড় ঘরে আসে জাতক
সে কাঁদে আর সবাই হাসে
আবার সেই তো হাসে যাবার বেলায়
সবার আঁখি জলে ভাসে—
সবই যেন তোমার লীলা ওগো দয়াময়
ভোলা মন রে
সুরু থেকে শেষ আবার শেষ থেকে সুরু হয়
স্নেহের মায়ায় পড়লে বাঁধা যায় কি তারে খোলা
চাঁদকে পেয়ে কখনো কি সূর্য্যকে যায় ভোলা?
আজ আছে পিতা কাল পুত্র
পরশু আসবে নাতি
এই নিয়ম-তাঁতের সুতোয় বোনা
আমরা মানুষ জাতি
নেই তো মোদের সুরু ওগো,
নেই তো কোন ক্ষয়
ভোলা মন রে—
সুরু থেকে শেষ আবার শেষ থেকে সুরু হয়—
এ জগতে কিছুই ওগো সুরুও নয় শেষ-ও নয়।
ভোলা মন রে॥

(২)

কথা : শ্যামল গুপ্ত সুর : অনিল বাগচী

কণ্ঠ : সবিতাব্রত দত্ত।

শোনো ভাই শোনো বলি
সে আমার মজার রেলগাড়ী

যে যার যেমন কর্ম দোষে
প্ল্যাটফরমে আছি বসে—
যখন ঘন্টা পড়ে ঘুমিয়ে থাকি
গাড়ী যে যায় ষ্টেশন ছাড়ি
সে গাড়ীর টিকিট তো ভাই
পয়সা দিয়ে যায় না কেনা
যতদিন এ সংসারে আছে তোমার লেনা দেনা
যে শুধু সং ফেলে সার পারলো নিতে
গান গেয়ে সেই দিল পাড়ি,
শোনো ভাই শোনো বলি
সে আমার মজার রেলগাড়ী
সে গাড়ী যে চড়ে সে আর ফেরে না
চলে যায় গড়গড়িয়ে আর থামে না
শুনেছি গার্ড সাহেবের দয়াল প্রাণ দীন দুঃখীকে
দিয়ে যান গাড়ী চড়ার অনুমতি ভক্তি দেখে
চলো মন যেমন তেমন করে তাঁকে
ধরি গিয়ে তাড়াতাড়ি
শোনো ভাই শোনো বলি
সে আমার মজার রেলগাড়ী

(৩)

কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : অনিল বাগ্‌চী
কণ্ঠ : সবিতাব্রত দত্ত ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাজ : শ্মশানে মশানে ভোলা ঘুরবে কত আর
ও রাণী উমারাণী, কিসের দেরী ঘর বাঁধার
শোনাও খবর কি তোমার !
রাণী : তোমার ভোলাই জানেন লগ্ন কবে হবে শুরু
যখন নীলম···নী···নী···নী···নী···নী···নী।
মহারাজ : নীলকান্তমণি যে তার নাটের গুরু
রাণী : নীলকান্তমণি যে তার নাটের গুরু
তাই ত্রিশূল ফেলে বাজান বাঁশী
ঠারে ঠোরে বারে বার
শুধু হয়না সুযোগ ঘর বাঁধার।
মহারাজ :—তুমি তো মা মহামায়া মায়াতে তোমার
দাও না গো সাহস তাকে আড়ালে এবার
রাণী : আগে সে নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কী যে করি
এদিকে পাষান পিতার ভয়ে মরি
হায় মাঝখানেতে পড়ে আমার সাধ আশা
সব একাকার।
ভাবনা করাই হয় যে সার।
মহারাজ : শ্মশানে মশানে ভোলা ঘুরবে
কত আর।

গান—(৪)

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ : কিশোরকুমার
সুর : নচিকেতা ঘোষ

বল হরি হরি বোল
বল হরি হরি বোল॥
মরে গিয়ে তরে গেছে
তরে গিয়ে বেঁচে গেছে
ও যে মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।
যমদুত হেঁচে গেছে
নেচে নেচে খাটে তোল
বাজাও খোল॥
রোল রোল, রক এ্যাণ্ড রোল
বোল, বোল, হরি বোল।
বল হরি হরি বোল
বল হরি হরি বোল।
ঐ চোখে আর দুনিয়াটাকে দেখতে হবে না
ওকে সোজা পথে চলতে গিয়ে বেঁকতে
হবে না
মালিকরা তো ওর কপালে হাতুড়ি
আর ঠুকবে না
রাজনীতিতে ফাটলে গলা ওর কানে
ঢুকবে না।
ওযে বেঁচে থেকে মরে ছিল
মরে গিয়ে বেঁচে গেল
যমদুত হেঁচে গেল,
নেচে নেচে কাঁধে তোল, বাজা খোল॥
লাভ কি ওরে বাতাসা খৈ
পথে ছিটিয়ে
ঐ দিয়ে নে ভুখা পেটের
ক্ষিদে মিটিয়ে
এক হাতে নয় পয়সা ছেটা
কুড়ো আর এক হাতে
লজ্জা কিসের দুদিন যদি
চলেরে ভাই তাতে।
ওযে বেঁচে থেকে মরে ছিল
মরে গিয়ে বেঁচে গেল
যমদুত হেঁচে গেল
হাঁচি হাঁচি হাঁচি হো
বাজাও খোল।
বোল, বোল, হরি বোল।
রক্ রক্, রক এ্যাণ্ড রোল॥

সাহাচিত্রপীঠের
আর একটি
মহান
প্রচেষ্টা

মহাভারতের অমর উপাখ্যান অবলম্বনে

উত্তরা অভিমন্যু

চিত্রনাট্য ও সংলাপ
মন্মথ রায়
পরিচালনা চিত্রসাথী
প্রধান-সম্পাদক অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

সাহা স্ক্রীনিং-এর প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণ : অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩।
অঙ্গসজ্জায় : রূপায়ণ।
পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন॥